৭২

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN. 25 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ভিকারুননিসা নূন মহিলা ভার্সিটি হচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের শীর্ষস্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। স্কুল ও কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম অক্ষুণ্ন রেখে পৃথক ক্যাম্পাসে ভিকারুননিসার নামেই প্রতিষ্ঠা করা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেলেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হবে। এদিকে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নামীদামী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

এদিকে ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজ সম্পর্কে দু'ধরনের গুজব পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। একটি গুজব হচ্ছে বর্তমান অধ্যক্ষ হামিদা আলীর স্থানে একজন মহিলা সংসদ সদস্যকে অধ্যক্ষ করা হবে। অপর গুজব হচ্ছে ভিকারুননিসা নূনের নাম পাল্টিয়ে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের নামে স্কুল ও কলেজের নামকরণ করা হবে। এ দু'টি গুজব সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা বলেন, ভিকারুননিসা স্কুল ও কলেজের সুনাম ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল সুপরিকল্পিতভাবে এই গুজব ছড়াচ্ছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, স্কুলের নাম ও অধ্যক্ষ পরিবর্তনের ব্যাপারে সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যূনতম কোন হস্তক্ষেপ করবে না। একটি আদর্শ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গবর্নিং বডির মাধ্যমে এটা যেভাবে অতীতে পরিচালিত হয়েছে সেভাবেই চলবে।

এদিকে দেশে সরকার পরিচালিত কোন পূর্ণাঙ্গ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। একটি বেসরকারী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও সেটি আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারেনি। বাস্তবতার নিরিখে ভিকারুননিসার নামে বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে সেটি স্কুল ও কলেজের মতোই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করবে। ইতোমধ্যে বেসরকারী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশের অনুমতি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রোজেক্ট সাবমিট করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, আদর্শ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি দেবার বিষয় সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।